(ভক্তের অন্তর-মণ্ডপে দুর্গোৎসব।)

আনন্দময়ীর আবাহন, পূজা, বলিদান, আরতি, প্রণাম,
বিজয়া-দশমী-কৃত্য, বরণ ও বিসর্জ্জনাদি
অভিনব প্রথায়

মহাত্মা
প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তি-দ্বারা বিরচিত।

তৃতীয় প্রচার।

কে জানে 'আনন্দ' কোথা অনিত্য সংসারে?
নিত্যানন্দ লভিবারে আশা!

আশ্বিন ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।

[মূল্য চারি আনা।

কলিকাতা
৯১।২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
"নববিভাকর যন্ত্রে"
শ্রীকপিলচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা
মুদ্রিত।

প্রকাশক
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।
৪ নং মহেন্দ্র বসুর লেন, শ্যামবাজার,
কলিকাতা।

আনন্দ-উপহার।

সোদরপ্রতিম অনুরাগভাজন

শ্রীযুক্ত দয়ালকৃষ্ণ শর্ম্ম-দেব-*

আত্মারাম-সন্ধান-নিরতেষু—

ভাই দয়ালচাঁদ! সংসার-সঙ্কট-প্রপীড়িত জীবেই ব্যাকুল হইয়া আনন্দের সন্ধান করে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, এবং তোমাকে উহার অনুরূপ দেখিয়া, অর্থাৎ ভব-যাতনায় ব্যথিত হইয়াছ অনুমিত হওয়ায়, দেবী দুর্গতিনাশিনীর চরণামৃতস্বরূপ, ইহার বড় আদরের সামগ্রী, এই পুস্তকাকার 'আনন্দ তুফান' তোমার আদরণীয় নামে উৎসর্গীকৃত হইল। ইহাতে আনন্দ-বিধায়িনী অন্য কোন শক্তি আছে কি না, তাহা তোমার ন্যায় ব্যক্তির বিচারাধীন হইলেও, আনন্দময়ী দুর্গার নাম আছে বলিয়াই এ অভিমানীর এত সাহস। ইতি

ভাদ্র,
১৩০০ বঙ্গাব্দ।

তোমার-প্রীতি-বশীভূত

শ্রীকেশ

---

* অধুনা ইনি লোকান্তরিত হইয়াছেন।

আনন্দ-তুফান-সম্বন্ধীয় অভিপ্রায়।

আনন্দ-তুফান-সম্বন্ধে দেশীয় কতিপয় খ্যাতনামা সহৃদয় ব্যক্তির ও প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের অভিপ্রায় পাওয়া গিয়াছে। তদ্ব্যতীত, অনেকেরই এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠের প্রবৃত্তি বা আবশ্যক অদ্যাপি ঘটে নাই। বর্ত্তমান সময়ে গ্রন্থের উৎকর্ষ-প্রচার-জন্য বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের প্রশংসাপত্র গ্রন্থসহ মুদ্রণ প্রথা প্রচলিত হওয়ায় সমালোচনা-পাঠ-প্রিয়জনের বাসনা পূরণ ও পাঠকগণের চিত্তাকর্ষণ জন্য আনন্দ-তুফান-সম্বন্ধীয় অভিপ্রায়-পত্র-সমূহ হইতে মাত্র দুই খানি এস্থলে প্রকাশিত হইল।

স্বনামবিখ্যাত সুকবি শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের অভিপ্রায়-পত্র।

(কলিকাতা, ১৫ই ভাদ্র, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ।)

আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত 'আনন্দ-তুফান' পাঠ করিলাম। আজ পর্য্যন্ত শারদীয়-দুর্গোৎসব-সম্বন্ধে যতগুলি সাময়িক পুস্তক আমি পড়িয়াছি, তন্মধ্যে এইখানিই দেখিলাম যথার্থ ভক্তির সহিত লিখিত হইয়াছে। বড় আনন্দের কথা যে, একজন সরল ভক্ত, সরল হৃদয়ে, সরল কথায়, পরমেশ্বরীকে ভক্তি-পুষ্পে পূজা করিয়াছেন। আজ কাল যে সকল কপট-ভক্তের বাটীতে ঘোর তামসিক ভাবে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে, তাঁহাদের চক্ষের উপর এক এক খানি 'আনন্দ-তুফান' রক্ষা করা উচিত।

'আনন্দ-তুফানের' ছন্দ অনেকটা সেক্ষপীরের ধরণে লিখিত। যাঁহারা মহাকবি সেক্ষপীরের নাটকাবলী পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের

পক্ষে এই ছন্দ প্রথমতঃ কতকটা বাধো-বাধো ঠেকিবে, কিন্তু পদ-বিচ্ছেদ-চিহ্নগুলির উপর লক্ষ্য রাখিলে আর কোন গোলযোগ থাকিবে না।

'আনন্দ-তুফানের' অনেক স্থানে মনোহর কবিত্ব ও উচ্ছ্বসিত ভাব আছে। গ্রন্থকারের হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলাইয়া ইহা পাঠ করিলে বাস্তবিকই ভক্তির উদ্রেক হইবে।

আমার নিতান্ত ইচ্ছা ও আশা আছে, 'আনন্দ-তুফান'-রচয়িতা অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ হিন্দূৎসব সম্বন্ধে এইরূপ ভক্তিপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন। ইতি

ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়ের অভিপ্রায়-পত্র।

(কলিকাতা, ১৬ই ভাদ্র, ১৩০০ বঙ্গাব্দ।)

দুর্গোৎসব বঙ্গদেশীয় হিন্দুদিগের একটী প্রধান পর্ব্ব। এ সময় বালক বালিকাগণ নববস্ত্র পরিধান করিয়া মহামায়ার মণ্ডপাঙ্গনে নাচিয়া বেড়ায়। যুবক যুবতীগণ নবীন বিলাসজনক বস্তুগুলি অঙ্গে ধারণ করিয়া প্রায় তদ্গতই থাকেন। এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধাগণ জগদম্বার জগতে আবির্ভাব ভাবিয়া, স্বীয় সন্ততিবর্গের কল্যাণ-কামনাতেই প্রায় নিরত। ফলতঃ সকলকেই "আমোদ-তুফানে" ভাসমান দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এগুলি পার্থিব আমোদ, এ গ্রন্থোক্ত আধ্যাত্মিক 'আনন্দ' নহে। মানব নিরবচ্ছিন্ন অনিত্য সাংসারিক আমোদে মত্ত না থাকিয়া, অনির্ব্বচনীয় অসীম নিত্য "আনন্দ-তুফানে" মগ্ন হন, ইহাই এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। আমরা হৃদয়ের সহিত এ গ্রন্থের অভিপ্রায় সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। ইতি

তৃতীয়বারের নিবেদন।

আদ্যা শক্তি আনন্দময়ীর ইচ্ছায় চতুর্ব্বিংশ বর্ষ পরে আনন্দ-তুফানের তৃতীয়-প্রচার-সময় সমুপস্থিত। কিন্তু এ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার প্রকৃত পাত্র যিনি এবং এ বিষয়ে আন্তরিক উৎসাহ-দাতা যাঁহারা, সেই বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ আজ কোথায়?

অন্তর-মণ্ডপে জগন্মাতার মানস-পূজার প্রতিচ্ছবি এই "আনন্দ-তুফান" যাঁহার, সচ্চিদানন্দময়ীর সুসন্তান—তদ্গতপ্রাণ, সেই সাধু-শান্ত-জন-সমাদরণীয়, আমাদের পরম-পথ-প্রদর্শক—পরমারাধ্য গ্রন্থকর্ত্তা মহোদয়, বিগত ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২৯শে আশ্বিন স্বীয় সাধনোচিত গতি—শ্রীভগবতীর শ্রীপদাশ্রয় লাভ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তদীয় অন্তরঙ্গগণের মধ্যে, তাঁহার তিরোভাবের পূর্ব্বে আত্মারাম-নিরত মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও সহৃদয় শ্যামলাল মল্লিক, এবং তিরোভাবের পর—নিত্যানন্দলোলুপ দয়ালকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরসিক শশিভূষণ কৃতিরত্ন, উদারচেতা রায় বিপিনবিহারী মিত্র ও শ্রীকৃষ্ণ-সেবক ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পূজ্যপাদ মহাশয়গণও স্ব স্ব সাধনোচিতধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

কুলপাংশুল পুত্রের দ্বারা পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত কুল-দেবতার সেবা সুসম্ভব না হইলেও উপযুক্ত বংশধর ও অভিভাবক অভাবে—পিতৃ-বিয়োগান্তে যেমন সে ভার তাহারই উপর অর্পিত হয়, এ ক্ষেত্রেও তদ্রূপ উল্লিখিত যোগ্য-পাত্রগণের অভাবে এই অযোগ্য—অপাত্রের উপর "আনন্দ-তুফান" প্রচারের ভার অর্পিত হইয়াছে। ফলতঃ এরূপ অবস্থায় সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী শ্রীভগবতীর করুণা ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই বুঝিয়া, কর্ম্মারম্ভেই তাঁহার শরণাগত হই এবং তদীয় শ্রীপাদপদ্মে প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন করি—মঙ্গলময়ী মা! আরব্ধ এই

কার্য্যের প্রতি প্রসন্ন-দৃষ্টি বর্ষণ কর—তব প্রিয়-পুত্রের বড় আদরের "আনন্দ-তুফান" পুনঃ প্রচার পূর্ব্বক তাঁহার আনন্দবর্দ্ধনকর।

বলা বাহুল্য, মা মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। তাঁহারই অনুকম্পায় আনন্দ-তুফানের তৃতীয়-প্রচারকার্য্য এতদিনে সম্পন্ন হইল। তদীয় ব্যবস্থানুসারে এবার আর গ্রন্থের ভাষাগত কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই; কেবল পাঠের সুবিধার জন্য রচনার পংক্তি গুলি প্রকারান্তরে সন্নিবিষ্ট এবং গ্রন্থ খানির অবয়বগত সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন জন্য উহা ক্রাউন-য়্যাণ্টিক্ কাগজে মুদ্রিত ও কথঞ্চিৎ অলঙ্কৃত হইয়াছে মাত্র। ফলে, মায়ের প্রেরণা-সঞ্জাত এই উদ্যম—উদ্দেশ্য সাধনে কতটুকু সমর্থ হইল, মাতৃভক্ত পাঠকগণই তাহার বিচারকর্ত্তা। এক্ষণে আনন্দময়ীর ইচ্ছায় "আনন্দ-তুফানের" সমাদর ও পাঠক সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইলেই স্বর্গীয় গ্রন্থকার মহাশয়ের সদুদ্দেশ্য সফল ও উহার তৃতীয় প্রচার সার্থক হয়।

পরিশেষে কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করা যাইতেছে যে, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় পূজ্যপাদ গ্রন্থকর্ত্তা মহাশয়ের প্রিয়পাত্রগণের মধ্যে নিউ-ইণ্ডিয়ান্ স্কুলের সুযোগ্য শিক্ষক শান্তি-পিপাসু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন দাস মহাশয় এবং সুচরিত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নিয়োগী, উদারচিত্ত শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, মুক্তিপ্রার্থী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রভৃতি পূজ্য ও আদরণীয় ব্যক্তিবর্গ আন্তরিক উৎসাহপ্রদান-দ্বারা এবং নববিভাকর যন্ত্রের সুযোগ্য কার্য্য-পরিচালক কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত নিরাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুদ্রণপারিপাট্য-বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইয়া, "আনন্দ-তুফান" প্রচার কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

শ্যামবাজার।
আশ্বিন, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।

কৃপাপ্রার্থী
প্রণত—সিদ্ধেশ্বর দাস।

প্রথমবারের নিবেদন।

অধুনা আনন্দময়ীর শরৎকালীন আগমন-সময়ে আনন্দলাভের নিমিত্ত বঙ্গসমাজে রাশি রাশি রঙ্গরসাত্মক পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশিত ও সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল পুস্তক দ্বারা কেহই প্রকৃত আনন্দের আস্বাদ পাইয়া থাকেন কি না, তাহা বলিবার শক্তি নাই। আনন্দময়ীর আগমন (শারদীয় দুর্গোৎসব) আর্য্যজাতির একান্ত অভিলষণীয়; অতএব এ সময় যদি প্রকৃত-আনন্দ-উদ্দীপক কোন রস পাওয়া যায়, তবে তাহা আনন্দাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির আদরণীয় হইবার সম্ভাবনা। এই ভরসায়, নশ্বর লৌকিক-রঙ্গ-রসাত্মক-বিষয় পরিহারপূর্ব্বক, সঙ্কীর্ণ চিন্তা দ্বারা অন্তর্জ্জগতের যতদূর সন্ধান পাওয়া সম্ভব, তদনুসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আন্তরিক উপচারে আনন্দময়ীর পূজোপাসনার অভিপ্রায়ে এই 'আনন্দ-তুফান' রচিত হইল। ইহা দ্বারা কেহ কিছু 'আনন্দ' পাইবেন কি না, তাহা ক্রিয়াশীল পরীক্ষকের পরীক্ষার, এবং আত্মা শক্তি আনন্দময়ীর ইচ্ছার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। তবে ইহা যদি আর্য্য-নাম ও মনুষ্য-শরীর ধারী ব্যক্তির অন্ততঃ একবার পাঠ-যোগ্য হয়, তাহা হইলেও কামনার আংশিক পূরণ হইবে।

এস্থলে পাঠকবর্গকে বিনীতভাবে জানান যাইতেছে যে, এই 'আনন্দ-তুফানের' অধিকাংশই অমিত্রাক্ষর ছন্দে সম্বদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ইহা লোকান্তরিত শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের অনুকরণে প্রত্যেক পংক্তি চতুর্দ্দশ অক্ষরে সংযত হয় নাই। কারণ, সুমধুর অমিত্রাক্ষর ছন্দকে নিয়মিত চতুর্দ্দশ অক্ষর দ্বারা গ্রথিত করিতে হইলে, উহাকে 'মুক্তিল' (মুক্তা বর্ষণ করিল)

'হ্রেষিল' (হ্রেষারব করিল) প্রভৃতি কঠোর ও দুর্ব্বোধ্য নামধাতু সকল প্রয়োগ দ্বারা কটু করিতে হয় বিবেচনায়, এই পুস্তিকায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের অক্ষরের বিশেষ কোন নিয়ম নির্দ্ধারিত করা হয় নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও (অর্থাৎ ইহা বঙ্গভাষাতে আধুনিক প্রথায় সজ্ঘটিত হইলেও) এই পুস্তিকার বিরাম-চিহ্ন সকল এরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা রসগ্রাহী পাঠকমাত্রেরই ইহা পাঠ ও হৃদয়ঙ্গম করণ-বিষয়ে অসুবিধা না হইবারই সম্ভাবনা।

অবশেষে কৃতজ্ঞহৃদয়ে সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, স্বনাম-বিখ্যাত সুকবি শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় দয়া করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার আদ্যোপান্ত পরিদর্শন ও সংশোধন দ্বারা লেখকের সহায়তা করিয়াছেন; এবং আহ্লাদসহকারে জ্ঞাপিত হইতেছে যে, করুণহৃদয় শ্রীযুক্ত শ্যামলাল মল্লিক, ও আনন্দাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এই 'আনন্দ-তুফান' প্রচার-নিমিত্ত লেখককে আন্তরিকভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন; কিন্তু উহাঁদের আশা সফল হইল কি না তাহা মা আনন্দময়ীই জানেন। ইতি

জন্মভূমি গোকর্ণী ভৈরব-নিবাস
মগরাহাট পোষ্ট, ২৪ পরগণা।

আনন্দভিখারী আত্মবিস্মৃত
প্রিয়নাথ।

দ্বিতীয়বারের নিবেদন।

ভগবতী বিশ্বরূপিণী আনন্দময়ীর কৃপায় এবং তন্নামপ্রিয় পাঠক-বর্গের সহৃদয়তায়, প্রায় সাত বৎসরের পর এই দীনের বড় আদরের 'আনন্দ-তুফান' আবার মুদ্রিত ও জনসমাজে প্রচারিত হইল। প্রথম বার, এই ভিক্ষুকের অন্নদাতা কলিকাতা যোড়া-সাঁকো-নিবাসী শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত শ্যামলাল মল্লিক মহাশয় আনন্দ-তুফান-পাঠে প্রসন্ন হইয়া ইহা মুদ্রণার্থ অর্থ দ্বারা সাহায্য করিয়া-ছিলেন, এবং ইহার সংসার বাসের অদ্বিতীয় প্রিয়সুহৃৎ ভগবন্নাম-বিহ্বল শ্রীমন্-মন্মথনাথের প্রেমাশ্রু-সম্মিলিত উৎসাহ দ্বারা, ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। এবার উৎসাহব্যতীত শ্রীযুক্ত শ্যামলাল মহাশয়ের অন্য সাহায্য আবশ্যক হয় নাই; এবং প্রিয় মন্মথনাথ পার্থিব-পরিজন-মধ্যে বাস করিলেও পৃথিবীর প্রায় সকল চিন্তার অতীত, এমন কি, ইঙ্গিত-বিরহিত মৌনভাবে অবস্থিত থাকায় তাঁহাকে ইহা প্রদর্শনের সুযোগ ও সামর্থ্য হয় নাই।

সে যাহা হউক, এবার আনন্দ-তুফানের কোন কোন সামান্য অংশ পরিবর্জ্জন এবং অনেকস্থলে ভাবের স্ফূর্ত্তি সঙ্কল্পে যথাশক্তি পরিবর্দ্ধন সঙ্ঘটিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা কিরূপ ফল হইয়াছে, হৃদয়বান পাঠকবর্গই তাহার নিরপেক্ষ বিচার-কর্ত্তা।

অবশেষে কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করা যাইতেছে যে, আমাদের সংসার-সুহৃৎ পরমার্থপ্রিয় শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাস, শ্রীযুক্ত রায় নীরদকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীযুক্ত রায় বিপিনবিহারী মিত্র এবং অনুজপ্রতিম শ্রীমান্ সিদ্ধেশ্বর দাস ও শ্রীমান্ শচীন্দ্রকুমার বসু প্রভৃতি ব্যক্তিগণ

এই আনন্দ-তুফানের নব-কলেবর দর্শন জন্য আন্তরিকভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন। এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের সহকারী সংস্কৃতাধ্যাপক আমাদের ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়, এবং প্রসিদ্ধ-গিরিশ-বিদ্যারত্ন-যন্ত্রের উপযুক্ত মুদ্রাকর (প্রিণ্টর) আমাদের শুভানুধ্যায়ী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য (কৃতিরত্ন) মহাশয়, দয়া ও যত্ন করিয়া এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কন-কালে পরিদর্শন বা ত্রুটিশোধনপূর্ব্বক বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

এখন শেষ বক্তব্য এই যে, সত্যানুরাগী আনন্দপ্রিয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ববৎ এবারেও আনন্দ-তুফান পঠিত হইলেই উল্লিখিত সদাশয় ব্যক্তিবর্গের উৎসাহ ও শ্রম সার্থক হইবে এবং এ দীনও সর্ব্বাঙ্গীন-সিদ্ধকাম হইতে পারিবে। ইতি

শ্যামবাজার মিত্র-দেবালয়,
কলিকাতা।

ভিখারী—প্রিয়নাথ।

সূচনা।

মহোৎসবে প্রাণের অবকাশ।

যিনি পরিশ্রম করিয়া থাকেন, বিশ্রামে যে কেমন সুখ, তাহা তিনিই জানেন। পরিশ্রম-রত্নটীর একটী বিশেষ আশ্চর্য্য গুণ এই যে, ইহাকে যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা যাউক না কেন, তাহা অনায়াসেই সুসম্পন্ন হয়। এই 'পরিশ্রম' আবার আধ্যাত্মিক ও লৌকিক ভেদে দুইপ্রকার। ইতিমধ্যে যিনি 'নিজের' কার্য্য করেন, তিনিই আধ্যাত্মিক-পরিশ্রমশীল বা জ্ঞানানন্দ-সাধক; আর যিনি 'পরের' কার্য্য করেন, তিনিই লৌকিক পরিশ্রমশীল বা মোহ-বিমুগ্ধ।

এস্থলে কে 'আপন' আর কে 'পর', যদিও তাহার মীমাংসা করা অভিপ্রেত নহে, তথাপি এইপর্য্যন্ত জানিলেই হইবে যে, যাঁহাদিগকে লৌকিক সম্বন্ধে, বা স্থূল দৃষ্টিতে, আমরা আমাদের সহিত সম্মিলিত দেখি, তাঁহারাই আমাদের 'আপন';—আর যাঁহাদিগকে আমরা এই স্থূল-সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন দেখি, তাঁহারাই আমাদের 'পর'।

সে যাহা হউক, যাঁহারা এইপ্রকার 'পরের' কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি সেই কার্য্য হইতে কখনও অবকাশ পান, তবে তাঁহাদের আর আহ্লাদের সীমা থাকে না। কারণ, তাহা হইলে তাঁহারা তখন তাঁহাদের 'নিজের' কার্য্য করিতে সময় পান। আর যাঁহাদের নিজের কোনরূপ কার্য্য না থাকে, তাঁহারা স্বেচ্ছামত আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন;—এ কথা হয় ত সকলেই স্বীকার করিবেন।

ইহা যদি স্বীকার্য্য হয়, তবে এই স্থানে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, আমরা 'নিজে' কে? তাহা হইলে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা (সৃষ্ট জীবমাত্রই) সত্যস্বরূপ, অনন্তশক্তি, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শক্তি-সঞ্জাত পদার্থ; বা (প্রকারান্তরে) স্বয়ং ঈশ্বর। অর্থাৎ সকলেই 'এক' বা সকলেই 'আপনার'। তাহা হইলে আবার আমাদের এই জানিতে ইচ্ছা হয় যে,—তবে আমাদিগকে 'আপন' ও 'পর' পৃথক্ বোধ করায় কে?" চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই ইহার উত্তরে বলিবেন, 'মায়া'*।

এখন আমাদিগকে অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা এই ভব-কারাগারে আগমনপূর্ব্বক এই আত্ম-পর-পার্থক্য-সাধিকা মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া, প্রায় সমস্তই 'পরের' কার্য্য করিতেছি। এ অবস্থায় যদি আমরা এই 'পরের' কার্য্য হইতে কখনও একবার 'অবকাশ' পাই, তাহা হইলে 'নিজের' (নিজ আত্মার) উন্নতি-সাধক কার্য্য করাই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আর ইতিমধ্যে যদি কেহ আপনার 'নিজের কার্য্য' সম্পূর্ণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে আনন্দ উপভোগ ও বিতরণ করিয়া কালাতিপাত করিতে পারেন।

ভাই বঙ্গদেশবাসি! আমরা প্রায় সকলেই দুর্গতিনাশিনী, আনন্দময়ী দুর্গার এই শারদীয় মহাপূজোপলক্ষে এ সময় কিছু কালের জন্য পরের কার্য্য বা দাসত্ব হইতে 'অবকাশ' পাইয়াছি,

* 'মায়া' আমাদিগের আত্ম-পর ভেদ-জ্ঞান জন্মাইয়া দেয় কেন, তদ্বিবরণ "জীবন-পরীক্ষা" নামক গ্রন্থে সামর্থ্যানুরূপ প্রকাশিত হইয়াছে।

অতএব এখন আমাদের আপন আপন কার্য্য-সাধনে সর্ব্বান্তঃ-করণে সচেষ্ট হইলে হয় না? কিন্তু, এই সময় এই কথাটী বিশেষ-রূপে স্মরণ রাখা উচিত;—যদি 'নিজের' কোন কার্য্য করিবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদের 'আপনাকে' (নিজ নিজ প্রাণ বা আত্মাকে) আপনার লৌকিক কার্য্য (মায়াবশে যে নিরর্থক কার্য্যকে 'আপনার কার্য্য' বলিয়া বোধ হয়, সেই কার্য্য) হইতে অবকাশ দিয়া স্বাধীন করিয়া লইতে হইবে। কারণ, প্রাণকে অবকাশ দিতে না পারিলে আমরা 'নিজের কার্য্য' কখনই সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব না।

অতএব ভাই সকল! সাবধান, যেন 'নিজের কার্য্য' ভুলিয়া কেবল বৃথা হাসিয়া খেলিয়াই এই অমূল্য, দুর্লভ ও অস্থায়ী অবকাশের সময় কাটিয়া না যায়! আর যাঁহার নিজের কার্য্য সমস্তই সম্পন্ন বা পূর্ণ হইয়া আছে, তিনিও সাবধান, যেন এই নিত্যানন্দময়ী দুর্গাকে পাইয়াও 'আনন্দ'-লাভে বঞ্চিত না হন। আর ভাই মাদৃশ মানব শরীর-সম্পন্ন জীব! তুমিও সাবধান, নয়নরঞ্জিনী প্রতিমা-রূপিণী আনন্দময়ীকে মৌখিক মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিয়া,—লৌকিক উপচার দ্বারা পূজা করিয়া,—ছাগ মেষাদি বলিদান করিয়া,—ইত্যাদি যে কোন প্রকারেই নিজ আত্মোন্নতি-সাধক কার্য্য করিতে চেষ্টা কর না কেন, ইহা নিশ্চয় জানিও যে, যতদিন না অবকাশপ্রাপ্ত প্রাণের দ্বারা 'আবাহন' করিয়া,—"আর বিসর্জ্জন করিব না" এই 'সঙ্কল্প' করিয়া, শেষে প্রাণকেই 'পূজার উপচার' সাজাইয়া, এবং প্রাণের শত্রুগণকে (রিপুগণকে) 'বলিদান' করিয়া, সেই প্রাণেশ্বরী নিত্যানন্দময়ী

সকলদুর্গতিনাশিনী দুর্গার 'প্রকৃত পূজা' বা 'অর্চ্চনা' করিতে শিখিবে, ততদিন 'নিজের কার্য্য' করণে এমন কি, 'মনুষ্য'-নাম গ্রহণেও অণুমাত্র সমর্থ হইবে না ;—আনন্দময়ীর কৃপায় 'আনন্দ' লাভ ত অনেক দূরের কথা।

মোহ-বিমোহিত আত্মবিস্মৃত এই নরাধম, যদিও সচ্চিদানন্দময়ী প্রাণেশ্বরী দুর্গার প্রায় কোন তত্ত্বই জানে না, এবং যাঁহারা সেই প্রাণারামবিধায়িনী বিশ্বপ্রসবিনী আনন্দময়ীর শ্রীচরণারবিন্দ-মকরন্দপানে আনন্দ-বিগলিত হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও ইহার কোন কথা বলিবার নাই ; তথাপি যাঁহারা 'পরের কার্য্য' হইতে অবকাশ পাইলেই 'নিজের কার্য্য' করিতে ভালবাসেন, দেবী দুর্গতিনাশিনী আনন্দময়ীর কৃপায় যদি তাঁহাদের 'নিজের কার্য্য' সিদ্ধি-বিধায়ক একটী কথাও এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় প্রকাশ পাইয়া থাকে তাহাও এ দীনের পক্ষে পরম শ্লাঘার বিষয়, এবং তাহা হইলেই ইহার শ্রেষ্ঠ মানব-শরীর-ধারণ সার্থক হইবে। ইতি।

শ্যামবাজার মিত্র-দেবালয়, কলিকাতা
ভাদ্র, ১৩০০ বঙ্গাব্দ।

আনন্দ-ভিখারী আত্মবিস্মৃত
প্রিয়নাথ।

(ভক্তের অন্তর-মণ্ডপে দুর্গোৎসব।)

প্রকৃতির নূতন বেশ।

বরিষার জলে, স্নান করি সুখে,
কিসের লাগিয়া আজ,
'সুন্দরী' সাজিয়া, হাসিছে প্রকৃতি,
পরিয়া শোভন সাজ ?

কেন হেন সাজে, সাজি সুধাকর,
সুনীল আকাশে বসি',
করে সুধা দান, ভুলায় জগৎ
হাসিয়া, আসিলে নিশি ?

কেন সরোবরে, রূপসী নলিনী
হাসে উষাকালে হেরি,
কেন ফুল-কুল, ফুটি উপবনে,
ভুলায় পুরুষ নারী?

কেন পাখিগণ, উঠি' নিশা-শেষে,
ধরিয়া মধুর তান,
হৃদয় খুলিয়া, গায় ধীরি ধীরি,
ললিত ললিত-গান?

নানা ফলে কেন, ভরা বসুমতী,
দিতে কা'রে উপহার?
তরু-শাখে কত, কত বা হৃদয়ে,
আছে ধরি' আপনার?

কেন ঘরে ঘরে, আনন্দের রোল,
হয় শুনি অবিরাম,
বালক, বালিকা, যুবক, স্থবিরে,
কেন করে 'দুর্গা' নাম?

বুঝি বা ভবের, হরি' দুখ-ভার,
করিতে অভয় দান,
ভবানী-আগম, শুনিয়া জগতে,
হাসিছে জীবের প্রাণ!

সুন্দরী প্রকৃতি, তা'ই বুঝি হেন,
পরেছে সুন্দর সাজ,
তা'ই বুঝি শশী, সুধাময় এত,
নিরখি নয়নে আজ !

তা'ই এ জনতা, বিপণি আপণে,
হয় নিরন্তর হেরি,
আঁধার সংসার, মহোৎসবে আজি
পূর্ণ, দিবা-বিভাবরী !

তা'ই নর নারী, সানন্দ অন্তরে,
ক্রয় করে নব বাস,
পবিত্র হইয়া, পূজিতে সে পদ,
পূরিয়া মনের আশ !

তা'ই ফুল-কুল, হাসে উপবনে,
খুলিয়া রূপের ডালা,
যাঁ' হ'তে সুরূপ, যাঁ' হ'তে সুবাস,
তাঁ'রি গলে হ'বে মালা !

যেখানে সেখানে, শুনি তাঁ'রি কথা,
সকলেই সুখে ভাসে,
'আনন্দ' তাঁহার, ধরে না হৃদয়ে,
আসিবেন যাঁ'র বাসে !

কত আয়োজন, আকিঞ্চন কত,
কত যে যতন তাঁ'র,—
"এস মা অম্বিকে! দাসের আবাসে,
এই কথা করি সার!"

চণ্ডীপাঠচ্ছলে, বিল্বমূলে বসি',
ভকতে গাইছে গান,—
"এস মা ঈশানি! নাশ ভব-ভার,
কর মা পাপীরে ত্রাণ!—

পড়ি মায়া-পাশে, মরি গো শঙ্করি!
বেড়ী বড় বাজে পায়;
হের ত্রিনয়নে! কাতর তনয়ে,
তার মা! সংসার-দায়।"

দেখিতে দেখিতে আসে যে সপ্তমী,
নাহি দিন বেশী আর,
তা'ই দুর্গানাম, শঙ্খ-ঘণ্টা ধ্বনি,
হয় শুনি অনিবার।

আনন্দময়ীর আবাহন।

(বোধন।)

একি শুনি, প্রকৃতি-বদনে নিরন্তর ?
কহে জীব, কহে বসুন্ধরা, এ কি কথা ?
করিতে জীবের শান্তি, শান্তি-বিধায়িনি—দুর্গে !
আসিবে সংসারে নাকি তুমি—অসময়ে ?
বড় সাধ হেরিতে মা, রাঙা পা দু'খানি।
বহুদিন এসেছি সংসারে,
শুনি, বরষে বরষে আ'স নাকি তুমি
ভবদারা ! নিস্তারিতে গতিহীন জনে ?
কিন্তু দেখে না মা তোরে, অন্ধ এ নয়ন মোর।
যদি পাই মা দেখিতে আমি একবার,—
কত খেলা শিখেছি সংসারে আসি',
দেখাই তা' তোমারে জননি !
ভালবেসে, রাখিতে যতনে,—
দিয়াছ মায়ার কোলে তুমি ;
বড় ভাল বাসে সে আমারে।
কত খেলা দিয়াছে খেলিতে মায়া,
খেলি সে সবারে লয়ে নিরন্তর,—
ক্ষুধা তৃষ্ণা না জ্বালায় আর ;

যে ক্ষুধা,—তোমার কাছে থাকি,
অমৃতেও হইত কাতর ;—
শান্তি-বারি পিয়া, শান্ত নাহি হ'ত যে পিপাসা।
দিন যায়, নিশি আ'সে যবে,
সুখে ঘুম পাড়ায় আমারে—মায়া ;
ভুলে যাই সে সময়, মায়া-ঘোরে
তোমার প্রেমের কথা সব।
আহা ! কেমন সুন্দর এ সংসার
রেখেছে সাজায়ে মায়া !
এস না মা ঘরে মোর ;
কত ভাল বাসে মায়া,
বিরলে তা' দেখাই তোমারে।
বলি যদি তারে কভু, "যা'ব মার কাছে,"
কত মতে ভুলায় আমায়।
কহে ;—"কোথা যাবি বাবা !
কোথা তুই, কোথা তোর মাতা ?
বহুদূর সেই পথ ; বড় ক্লেশ, নারিবি যাইতে।
কণ্টক কঙ্কর পথে, শত্রু পদে পদে,
ঘোর বন, অন্ধকারে ভরা ;
সিংহ ব্যাঘ্র ফিরে সদা পথে !—
যেও না যেও না যাদুমণি !—

রাখিব যতন করি, কোন ক্লেশ না পাবে এখানে।”
কিন্তু গো মা, কেঁদে উঠে প্রাণ,
যখনি নিরখি তোরে তারা—হৃদি-মাঝে,
অন্ধকার হেরি এ সংসার ;
শান্তি সুখ, নকল সকলি—হয় জ্ঞান।
ভয়ঙ্করী হেরি তবে মায়া-পিশাচীরে।
বড় জ্বালা বাজে গো জননি !
সাধ হয়, না রহি সংসারে আর ক্ষণকাল!
সুখ-সুধা না চাহি ভুঞ্জিতে—পৃথিবীর।
কিন্তু, না জানি কোথায় আছ তুমি,
অন্ধ আমি, না পারি খুঁজিতে ;
কাঁদি তা'ই মা, মা, ব'লে ;—
ঘুমাইলে মায়া, জাগি 'আমি' ;
হাসি খেলি, জাগিলে রাক্ষসী পুনঃ।
যবে ডাকি মা তোমায় মনে মনে,
শুনি অন্তরযামিনি ! অন্তর-অন্তরে মোর,—
“কাট মায়ার বন্ধনে,
দেখ খুলিয়া নয়ন, কোলে তুমি
রয়েছ আমার !” এই কথা নিরন্তর ;—
মন বলে, বল নাকি তুমি ?

না পারি কাটিতে কিন্তু মায়ার বন্ধনে।
যত্ন যদি করি গো জননি! হেরি পুনঃ
অসংখ্য বন্ধনে বাঁধা পদযুগ।
আহা! শুনিলাম যবে, আসিবে
সংসারে তুমি তারা! নিস্তারিতে তা'রে,
কাঁদিছে যে তোমারি লাগিয়া;
শুনিছে যে তোমারি সান্ত্বনা—নিরন্তর।
আশা তা'ই হইয়াছে চিতে,
হেরিব মা তোমারে শঙ্করি—হৃদি মাঝে।
যায় দিন বৎসরপ্রমাণ,—
ক্ষণে ক্ষণে নিরখি স্বপন,—
"এই তুমি! এই তুমি! আমি পদতলে!
ধরিনু ধরিনু পা দু'খানি!" কিন্তু, চেয়ে দেখি,
মায়ার আগার, অন্ধকার, কদাকার সব।
এস মা, দুর্গতিহরা! এস গো 'সপ্তমি'!
বল মাকে,—'কাঁদিব না সঙ্গে যেতে তাঁ'র।
খুলিলে মায়ার বাঁধা, যা'ব চলি হাসি,—
নিরখিব তাঁহারে কেবল।
ভালবাসি দেখিতে তাঁহারে,
তাই শুধু দেখিতে বাসনা।'

—

পূজা।

লভি' মলয়-সমীরে—মধুমাসে,
হাসে যথা কোকিলের প্রাণ ;
উঠে উচ্চরবে সে হাস্যের ছটা মধুভরা !
প্রেমিকের মনঃ প্রাণ হরি ;—
তেমতি কেন রে আজি শুভ প্রাতঃকালে,
ঘরে ঘরে শুনি শঙ্খধ্বনি—মধুভরা ?
উঠে নাদ, অম্বর ভেদিয়া, কি আমোদে ?
শুনি সাধুমুখে—ভারতের কথা ;—
"ভগীরথ, নিস্তারিতে পিতৃকুল,
সাধি' কতমতে, এনেছিলা মর্ত্তধামে যবে,
সুরধুনী পতিতপাবনী ; করেছিলা শঙ্খধ্বনি তবে,—
জানাইতে সে শুভ বারতা,
বধির এ মর্ত্ত্যবাসি-জনে—উচ্চনাদে।"
কিন্তু শুনি আজি, লক্ষ লক্ষ শঙ্খনাদ,
যথা ভীমনাদ-বজ্র-নাদে নাদে প্রতিধ্বনি ;—
নাহি জানি কারণ ইহার।

আহা, আজি কিবা শোভে তরুণ তপন,
নব রাগে ! হাসিমুখে অনুরাগে ভরি'।
যেন, হেন রাগ হেরে নাই কভু আঁখি মোর !

হাসে রামাকুল, হেরি তপনের হাসি ;
কহে, একজন অন্য জনে কাণাকাণি করি,—
কি বুঝি হাসির কথা ;
কর্ণে কিন্তু না পশে সে ধ্বনি।
ভাবে ব্যক্ত হয় শুধু,—
"বড় সুখ, আজি এ সংসারে !"—
শিশুদল, শঙ্খনাদ শুনি',
শশব্যস্তে উঠি' শয্যা ছাড়ি', পরে নব-বাস ;
বলে মুখে,—"বড় সুখ আজি এ সংসারে !"
না বুঝি কারণ কিন্তু কিছু।
দেখিতে দেখিতে বাদ্য উঠিল বাজিয়া,
মধুর আরাবে পূর্ণ হইল সংসার !
ছুটিল দিগন্ত ভেদি' সাধ্বী প্রতিধ্বনি
ধরি গান—"**জয় ব্রহ্মময়ী**"।—
ঘুচিল জীবের জ্বালা ভাবি' ভক্তগণ,
আরম্ভিলা দুর্গা আরাধনা,
ঈশানীরে নিরখি নয়নে,—এইরূপে।
"এস মা আনন্দময়ি! দুর্গতিনাশিনি !
ভগ্ন এই হৃদয়-আসনে ;
ব'স দুর্গে! দুঃখ যা'ক দূরে।
রাখ মা, বাহিরে পা দু'খানি ক্ষণকাল—

নিরখিবে নয়ন আমার।
'অনুতাপ' পেতেছে অঞ্চল,
মুছা'তে মা রাঙ্গা-পদ-ধূলি ;
মুছিতে মা, কলুষ-কালিমা।
তন্ত্র মন্ত্র নাহি জানি আমি,
ফুল-দল নাহিক সম্বল,
নারিব মা পূজিতে তোমারে—বিধিমতে।
মন কিন্তু না শুনে সে কথা।
বলে,—"কর পূজা যা'আছে সম্বল তাহে ;
না পূজিলে নাহিক নিস্তার,
ভবে পার বিষম সঙ্কট।"
ভয় তা'ই হয় গো ভবানি—অভয়ে!
কি আছে সম্বল মোর ? জান ত সকলি !
ছিল যে আশার ফুল ফুটি' হৃদুদ্যানে,
ভকতি-সৌরভ মাখি গায়,
স্ব-বলে তুলেছে তা'রে মায়া ;
ফেলেছে মা, সন্দেহ-সাগরে।
নিষ্ঠা-বিল্বদল, আহা! কিশলয়-কালে
চিন্তা-কীটে কেটেছে শঙ্করি। আঁখি-কুম্ভ
অশ্রু-গঙ্গাজলে নিয়তই ছিল মা পূরিত ;
পাপানল শুকায়েছে প্রায় তাহা।

বিন্দু যদি থাকে অবশেষ,
তপ্ত এত, ধরা নাহি যায়;
প্রাণ তাহা না পারে মা দিতে,
দগ্ধ পাছে হয় ও চরণ—সাগর পারের তরি।
'বাসনা'-আমার আছে বটে
সুসজ্জিত বড়ই সুন্দর!
কিন্তু শিবে! কা'র তরে রয়েছে সঞ্চিত তাহা,
না বুঝি', দিয়াছি পঞ্চভূতে।
ভূতে খায়, খায় রিপুদলে,
তবু না ফুরায় সে 'বাসনা'।
কিন্তু গো মা! ভয় করে তোমারে তা'দিতে;
উচ্ছিষ্ট-করেছে তা'রা সবে।
পূজা মোর হ'ল না জননি!
ক্ষমা কর তনয়ে এবার।
"পূজি আমি", সাধ যদি হয় তব চিতে,
দেখাও মা '**আমারে**'* সম্মুখে
'**আমি**' হয়ে পূজিব তোমায়; বড় আশা।

—

* আমি যাহা, তাহা আমার জ্ঞান-চক্ষুর গোচর কর।

বলিদান।

না মিলে রসাল ফল যথা,
কাটে যদি তরু-মূল,
না হইতে কুসুম-মঞ্জরী তা'র ;
রোপকের ব্যর্থ মনোরথ ;
নাহি হয় ইষ্ট-উপহার।
সেইরূপ আমি গো জননি !
'বড় সাধে' রোপেছিনু 'বিশ্বাস'-বিটপী ;
'প্রেম'-ফল লভিতে **সময়ে**।—
কিন্তু, কে জানে 'সংশয়'-কীট পশিয়া কেমনে,
কেটেছে সে বিশ্বাসের মূল। 'পাপ'-বায়ু,
ধরাশায়ী তা'রে করিয়াছে প্রচণ্ড বহিয়া।
আহা ! 'কুচিন্তার' তাপে শুষ্ক হেরি' তরুবরে,
শত্রুদলে বাঁধিয়াছে বাসা ;
ভেঙ্গেছে মা ! 'সাধের' দুরাশা* ;
উপহার না পারিনু দিতে,—
পূজা মোর হ'ল না পার্ব্বতি !
কিন্তু কত কাল রহিবে মা শত্রুদল—
শুষ্ক এই বিশ্বাসের শাখে ?

---

* আমার সাধ বা বাসনা "মা সংসার-সঙ্কট-নাশিনি দুর্গে ! তোমার পূজা করিব", এই যে আশা করিয়াছিল, তাহা দুরাশায় পরিণত হইল।

শঙ্কা বড় হয় সদা মনে।
তাই শিবে! মাগি তোর কাছে,
"শক্তি দে মা! নাশি শত্রুদলে।"
আহা! বড়ই সুযোগ আজি পেয়েছি তাহার!
শুন তবে, কাছে এস, কহি মা তোমায়।—
"বিনা উপচারে, পারি নাই পূজিতে তোমারে,—
শত্রুদলে করি' 'বলি-দান',
সাধ বড় হইয়াছে চিতে,
এবে তুষিব তোমারে, সুরেশ্বরি।—
আদ্যা শক্তি! শক্তি দে মা, শক্তিহীনে
এ ঘোর সংগ্রামে; *
চাহি না মা, অন্য কিছু,
পূর্ণ কর দাসের বাসনা।
আয় ভাই 'কাম' 'ক্রোধ'! আয় রে সকলে,
অশ্রু-জলে কর্ সুখে স্নান!
রক্ত বস্ত্র হ'রে 'পাপ' তুই!
পরা'রে 'বিশ্বাস' ভাই, শত্রুরে বসন;—
পরা'রে প্রেমের ফুল-মালা।

---

* রিপুগণকে 'বলিদান' করিতে হইলে তাহাদিগের সহিত কিরূপ সংগ্রাম করিতে হইবে, তাহা 'জীবন-পরীক্ষার' দ্বিতীয় স্বপ্নে লেখকের সামর্থ্যানুরূপ সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে।

খড়্গ তুমি হও হে 'বিবেক'!
যূপকাষ্ঠ হও 'নিষ্ঠা' সখি,—
কষ্ট কিছু না হ'বে তোমার।
'প্রাণ' ভাই! অবিরাম কর 'দুর্গা'-নাম;
খড়্গধর হ'ব 'আমি' নিজে,—
স্বহস্তে করিব বলি-দান।
দিব মা'কে উত্তপ্ত রুধির,
হৃদয়ের পাত্রে ধরি'
জ্ঞান-বহ্নি জ্বালিব স্ব-বলে;
আশা-ঘৃতে দিব রে আহুতি।—
রাঁধিব স্ব-করে শেষে ভোগ,
দিব গো তোমারে তা' জননি!
ভুঞ্জিব প্রসাদ শেষে মা তোমার! বড় সাধ,—
ভুলিতে মা, ভোগের যাতনা ভব-ধামে;—
পূরিবে না সাধ কি মা শিবে?

আরতি *।

পালিত হইয়া যথা বায়সের বাসে,—
কর্ম্মদোষে—পিক-শিশু,
যবে জ্ঞান লভি' ডাকে কুহুরবে,
শঙ্কা বড় উপজে তাহার।
বস্তুতও কাক-কুল হেরি' এ ঘটনা,
বড় জ্বালা দেয় তারে ধরি'।
অবশেষে দেয় দূরে ফেলি', বাসা হ'তে—
যতদূর সামর্থ্য তা'দের।
আহা, তেমতি তোমারে ছাড়ি' তারা !
মায়াবিনী বায়সীর বাসা—এই সংসার-নিবাসে,
কর্ম্মদোষে আসিয়াছি আমি।
যবে ছিল শিশুকাল,
পারি নাই ডাকিতে তোমারে ;
শুনি নাই তবে, কি ব'লে ডাকিব মা তোমায় !
ক্রমে কাল-চক্র ঘুরিল যখন,
শক্তি আসি', জ্ঞানরূপে, পশিল শরীরে,
হেরিলাম 'মায়ার' সংসার,—

---

* আরতি বা আরাত্রিক ব্যাপারের প্রকৃত তত্ত্ব যদি কোন সদাশয় সরল ব্যক্তি এই লেখকাভিমানীকে বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে আনন্দ-তুফানের আরাত্রিক একরূপ হইয়াছে কি না বুঝা যাইবে।

অসার সকলি এ সংসারে ;
ভয় বড় হইল তখন।
কিন্তু গো মা ! ডরে, কাঁদিলাম যবে উচ্চৈঃস্বরে,
শত্রুদলও চিনিল তখনি ;
জ্বালা দিল কত মতে তা'রা।—
ছাড়িল না কিন্তু মা আমারে।
এইরূপে যায় কিছুকাল, হাসি খেলি,
মুগ্ধ হয়ে মায়ার বাসায়—বদ্ধভাবে ;
খাদ্যাখাদ্য, ভাল মন্দ, নারি বিচারিতে।
বড় জ্বালা দেয় যবে মায়া,
ডাকি তবে 'নিস্তারিণী' বলি' মা তোমায় !
শত্রুদল 'তারা'-নামে জ্বলে,
তাই তা'রা প্রহারে আমায়,—
বাঁধে গো মা বিষম বন্ধনে ;
শক্তিহীন, না পারি কাটিতে ডুরি—কোন মতে।
অমানিশা হইলে অতীত,
উদিলে আকাশে রবি-ছবি,
হাসে যথা কমলের প্রাণ,—
তেমতি মা ! মায়া-তামসীরে,
কোনক্রমে করিয়া যাপন,
হেরেছি তোমারে জ্যোতির্ম্ময়ি,—হৃদাকাশে !

হাসে প্রাণ আলোক হেরিয়া ;
'অহঙ্কার' ধরে না হৃদয়ে !
মনে হয়,—"না ডরি শমনে যেন আর।
অন্য কথা কহিব কি আর—
শত্রুদলও ঘোষে মা সু-যশ !
যা' হেরি সংসারে এবে, সবই শান্তিময়,
শান্তিময়ি ! তব আবির্ভাবে।"
হয় নাই **পূজা** মোর উপচার বিনা ;
বলি-দান করিয়াছি পদে—রিপুদলে ;
আরতি মা ! করিব এখন,
অবশিষ্ট যা' আছে আমার প্রিয় বলি' ধরামাঝে—
নিবেদিয়া চরণে তোমার, তৃপ্তিহেতু। এইরূপে ;—
জ্বল রে 'সু-যশ'-ধূপ ! উঠ রে সৌরভ,—
পাপ-গন্ধ হ'ক বিদূরিত।
'পঞ্চভূত !' জ্বাল পঞ্চদীপ ;
মোহ-অন্ধকার যা'ক দূরে।
'জ্ঞান' ভাই ! ধর হে আলোক—
হের মাতা দুর্গতিনাশিনী—হৃদয়-মন্দিরে তব।
'দয়া !' তুমি কর বাদ্যধ্বনি ;
সংসারের অন্য কোন রোল

না যেন শ্রবণে পশে আর।
'ক্ষমা!' তুমি কর শঙ্খনাদ,
বিসংবাদ যা'ক পলাইয়া।
'প্রাণ' ভাই! চামর ধরিয়া—
এ শরীরে—শ্বাস-বায়ু করহ বীজন।
'ভক্তি!' তুমি দেখ যুক্তকরে—
লুকাতে না পান মাতা পতিতপাবনী।
আরতি করিব আমি **মা'র,**
ভুলাইব মায়া-মোহিনীরে।

প্রণাম।

পিয়া মাতৃ-সুধা, সুকুমার কুমার যেমতি
হাসে খেলে জননীর কোলে,
হরষে খুলিয়া নিজ প্রাণ ;—
তেমতি ভকতবৃন্দ লভি' ভবানীরে—হৃদিমাঝে,
ভাসে সবে **আনন্দ-তুফানে** !
হাসে খেলে আপনারি মনে,
বাহ্যজ্ঞানে দিয়া বিসর্জ্জন ;
স্বপ্নে যথা করে স্বপ্নাশ্রিত।
জ্ঞানবান্ * না পেয়ে সন্ধান, কহে ;—
"একি ! একি দেখি পাগলের খেলা ?
নাহি মন্ত্র, নাহিক শৃঙ্খলা,
করিল কাহার পূজা ?
কিরূপে পূজিল তাঁরে ?
নিবেদিল কিবা উপচার ?
বলিদান না হেরি নয়নে!
নাহি দিল প্রতিমায় ভোগ !
হাসে কাঁদে আপনা আপনি !"

* এ 'জ্ঞানবান্' শব্দের অর্থ যাহারা মাদৃশ বাহ্যজ্ঞানসম্পন্ন।

আহা, নিরখি এ আত্মহারা-'জ্ঞানবান' জীবে,
ভক্তগণ ক'ন আর্ত্তস্বরে, আখি মুদি' ;—
"ধন্য রে কুহক তোর, মায়া কুহকিনী !
ভাল ভ্রমে ভুলা'লি মানুষে ;—
নাশ মা সংসার, শিবে, অশিবনাশিনি !
কর জীবে কর পরিত্রাণ !
নাশ মা 'মায়ার' মায়া,
হাস মা ঈশানি—শেষ হাসি !
সৃষ্টি স্থিতি যা'ক রসাতলে।
প্রণমি মা চরণে তোমার,
এই বর দাও দয়াময়ি,—দীন সুতে।

—

দশমী তিথি।

অকালে গ্রাসিলে রাহু পূর্ণ শশধরে
কাঁদে যথা চকোরীর প্রাণ,
যামিনী বিগতা গণি' মনে ;—
তেমতি না জানি কেন ভকতের প্রাণ,
কাঁদিল দশমী-তিথি-দিনে ;—
কি যেন হেরিয়া বিভীষিকা—তমোময়ী !
দুর্ব্বল-চেতনা, ভয়ে গেল পলাইয়া।
এইরূপে যায় ক্ষণকাল,
পরে যেন আতঙ্কে কাঁপিয়া
ভক্তগণ ক'ন এ বারতা ;—
"কেন মা আনন্দময়ি ! নিরানন্দমুখী
নিরখি তোমারে আজ ?
প্রফুল্ল নলিনী-সম তিনটী নয়ন,
কেন মা ভাসিছে তব অশ্রু-সরোবরে ?
কেন মা ! বিষাদ-মেঘে ঢাকা
মনোরম ও বদনশশী—মহামায়া !
পেয়েছ কি ক্লেশ কিছু
আসিয়া সংসারে—শঙ্করি ?
অসম্ভব নহে কিছু তাহা।

অভাগা সংসার-বাসী ভুলেছে তোমায়, অভয়ে !
ভক্তিহীন নিরখি সবারে।
অজ্ঞ যথা, লম্ফ দিয়া উঠি' তরুশিরে,
চাহে ভুঞ্জিতে অমিয় ফল,—
তেমতি এ মর্ত্ত্যবাসী মাগে, নিরাকার-ব্রহ্মরূপা,
ত্যজিয়া তোমারে, ব্রহ্মময়ী !
তা'ই কি মা, বেজেছে বেদনা ?
কহ দাসে, রাখ মা বিনতি,
প্রাণ কেন কাঁদিছে আমার !
কাটি' বার মাস—বার বর্ষরূপে,
সহি' কত যে যাতনা, হেরেছে ভকতে
তোর ও রাঙ্গা চরণ—ক্ষণকাল * ;
কেন মা, কাঁদা'স সে সবারে—
বরষিয়া অশ্রুজল ?
হেরিলে মায়ের কান্না,
সন্তান পারে কি কভু থাকিতে নীরবে ?
আহা ! লক্ষ্মী সরস্বতী সঙ্গিনী-রূপিণী,
গণপতি, কার্ত্তিক সুমতি, সন্তানের রূপে,
স্বামিরূপে মহেশে মস্তকে,

* ভক্তের বিবেচনায় সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিন দিনকে 'ক্ষণকাল' বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

দেখালি মা, কত লীলা,—
এক পটে—অদ্বৈতরূপিণি!
কিন্তু একি সর্ব্বনাশ! কেন কাঁদিছে পরাণী?
জ্ঞান হয় হারাই মা তোরে, ভব-তারা!
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
হেরি সেই দিকে, দুঃখের কালিমা-মাখা সব।
জয়ঢাক, শুনিলে যাহার ধ্বনি
উথলিত প্রাণ—ভক্তিভরে;
শিশুদল, সাজি' নব-বাসে,
নাচিত, নমিত যাহা শুনি'
ও রাঙ্গা চরণে নিরন্তর;—
বিষ আজি বাজে সে বাজনা।
জবা, বিল্বদল, পদ্ম, শুষ্ক
পাদপদ্মে তোর, কেন তারা!
শুকা'তে কি সন্তানের প্রাণপদ্ম বিষাদ সন্তাপে?
ডুবি' বিষাদ-সাগরে দ্বিজবর,
পট্টবাস, রুদ্রাক্ষ ত্যজিয়া,
বিরত মা, পূজিতে তোমারে, কি কারণে?
বল শিবে, বল প্রাণেশ্বরি, রাখ প্রাণ।

বরণ।

দেখিতে দেখিতে প্রাণ যায় রে যেমতি
নাভিশ্বাস-শ্বসিত রোগীর,
নিবারিয়া ব্যাধির যাতনা—
প্রিয়জন কাঁদে উচ্চরবে !
দেখিতে দেখিতে সেইরূপ,
দশমীর কাল-রবি, নিমেষে চলিল অস্তাচলে—
আঁধার হইল বসুন্ধরা।
ডাকিল বিশ্বাস-শাখে মোহিনী বায়সী—'মায়া' ;
ফুকারিল রিপু-ফেরুদল ;
অন্ধ হ'ল জীব পুনর্ব্বার,
কুহকিনী নিদ্রার পরশে ;
মোহ-নিদ্রা,—চিরনিদ্রা যেন।
এইরূপে হারাইয়া হৃদয়ের নিধি—মহামায়া ;
ক্রমে যেন হেরিল স্বপনে ;—
"এ কি ! এ কি সর্ব্বনাশ !
কোথা আমি ? জননী কোথায় ?"
(তা'ই নাহি শান্তি 'দুর্গা-মহোৎসবে' আর ;
ভকতে ভুঞ্জিত যাহা।
অন্ধ এই মর্ত্ত্যবাসী জীবে,
ছায়া তা'রি নিরখি এখন।)

পরে বুঝিল যখন, হারায়েছি অমূল্য-রতনে,
অযতনে, মায়া-ঘোরে মজি' ;
অশ্রুধারা বহিল তখন—অসময়ে।
এরূপে ক্রমশঃ হায়! শান্তি-হারা হয়ে,
'পাপ'-পদ সেবি অবিরাম,
পশুসম হয়েছে মানুষে ;—
(তবু বুঝি প্রাণের জ্বালায়,
ছায়ামাত্র ধরি' সে পূজার *,
করে লৌকিক এ পূজা জীব,
দিয়া নাম—'দুর্গা-মহোৎসব' ?
নতুবা আনন্দ † কেন না হেরি জীবের,
পূজিয়া আনন্দময়ী তারা ?)—তা'ই বুঝি,—
(জীবগণ নিরখিয়া 'বিজয়া' ‡-রূপিণী মায়ে)
বিজয়ার দিনে, ম্রিয়মাণ নিরখি সবারে মর্ত্ত্যধামে ?
নতুবা বিষাদে কেন পুর-নারীগণ,
বিজয়ার বাদ্যনাদ শুনি',
নিরখে আঁধার এ সংসার,
সর্ব্বনাশ অন্তরে গণিয়া ?

* ভক্তগণ অন্তর-মণ্ডপে যে প্রকারে পূজা করিতেন।

† প্রকৃত 'আনন্দ' কি ? তাহা জীবন-পরীক্ষায় বিবৃত হইয়াছে।

‡ দনুজ-সংগ্রাম-বিজয়িনী।

দীর্ঘশ্বাস পশিয়া শ্রবণে,
কহে এই কথা যেন কর্ণে মোর ;—
"কেন মা করুণাময়ি ! এ হেন প্রমাদ,
বাদ্যনাদ ঘটায় শঙ্করি ?"
কেন চারিদিক্ হ'তে আসে ঊর্দ্ধশ্বাসে
আবাল বনিতা যুবদল,
শেষ দেখা দেখিতে তোমারে ?—
বল না মা মোরে সুরেশ্বরি !
কেন বা কামিনীকুল শোকাকুলা হ'য়ে,
ল'য়ে পাদ্য অর্ঘ্য বরণ-ডালা সাথে,
বরে * সজল-নয়নে তোমা' আজ ?
কেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া
চুমে ও বদন-শশী—সুধাময় ?
কহে কত কথা, কাণে কাণে তব,
ক্ষীণধ্বনি, না পশে শ্রবণে ;
লয় সবে ও চরণ-ধূলি, অঞ্চলে মুছিয়া,
'আশা' যেন কহে ও সবারে,
হৃদয়-মন্দিরে রাখিতে ও পা দু'খানি ;
তরিতে মা ! শমন-সঙ্কটে।

* বরণ করে।

বিসর্জ্জন।

এ কি! এ কি সর্ব্বনাশ!
কেন রামাকুল কাঁদে অকস্মাৎ?
বলি' ;—"কৈলাসবাসিনি!
যা'বে যাও, কেঁদ না জননি!
ভুল না মা, কিঙ্করী সকলে শঙ্করি!"
হায়, এ কি রে বিষম স্বপ্ন অনিদ্রায়!—
সুনীল অম্বর হ'তে
বাজিল কি বজ্র আজি মর্ত্ত্যবাসি-শিরে?
(ধূমময় হেরি মর্ত্ত্যধাম!) শুনি নাম 'বিজয়া-দশমী?'
কেমনে গেল রে 'সপ্তমী', 'অষ্টমী' আদি তিনদিন?
কিরূপে আসিল, কাল-দশমী-রূপিণী সর্ব্বনাশী,
গ্রাসিতে সংসার-সুখ-শশী—অসময়ে?
যখন হেরেছি তব ও রাঙ্গা চরণ,
ভুলেছি মা! ভবের যাতনা,
আত্মজ্ঞান* সহ সেই ক্ষণে; তা'ই
না হইল পূজা বুঝি—তব মুক্তিপ্রদ পা দুখানি;

* যতদিন মানবের 'আত্মজ্ঞান' ('আমি পরমাত্মা হইতে পৃথক্' এই জ্ঞান) থাকে, ততদিনই সে ভগবানের পূজোপাসনা করে, কিন্তু যখন আত্মজ্ঞানশূন্য হয়, তখন তাহার আর কোন কার্য্য করিবারই শক্তি থাকে না।

না পেনু গো জানাইতে তোরে
জীবের যাতনা ঘোর—জননি !
বড় সাধ ছিল যাহা মনে, এতকাল।
চলিলে শঙ্করি ! ভাসাইয়া শোক-সিন্ধু-নীরে,
অভাগা সন্তানে আজ—কোন্ প্রাণে ?
জানিতাম দয়াময়ী তুমি—চিরদিন ;
কিন্তু গো মা, ভাগ্যদোষে, জানিলাম এবে,
প্রকৃত নাম তব—'পাষাণী',—
পাষাণনন্দিনী ! যাও, যথায় বাসনা তব ;
কে রোধিবে গতি তব, গতি-বিধায়িনি !
কিন্তু, বড় সাধ ছিল মা মানসে.
থাকিবে দু'দিন, দেখাইব প্রাণেশ্বরি,
প্রাণের দুর্দ্দশা করেছে যা' মায়া—মায়াবিনী ;
পুরিল না সে বাসনা আর।
তবু কহি করযোড়ে ;—
"এসো মা, এসো মা শিবে !
হৃদয়-আসনে পুনঃ যেন পাই মা তোমারে।
প্রণিপাত করি ও চরণে ;
আশীর্ব্বাদ এই কর তারা.
"**আমি** যেন রহি মা **আমার**" চিরদিন।

নাম বিসর্জ্জন।

বাজিল বিলাপ-বাদ্য সঘনে আবার—
বিসর্জ্জন করি সমাপন ;
শেল-সম বিঁধিল মরমে—বাদ্যধ্বনি।
নিবিলে জীবন-দীপ, হায় রে যেমতি,
পরিজন-আর্ত্তনাদে বিদরে হৃদয় সবাকার ;
তেমতি এ বাদ্য-বজ্র বাজিল পরাণে,
দুর্গাহারা মর্ত্ত্যবাসিজনে।
তা'ই যেন শশব্যস্তে সবে,
ভূর্জ্জপত্রে অলক্তক-যোগে,
(হৃদয়-আগারে রাখিতে যতনে বুঝি,)
বসে লিখিবারে দুর্গতিনাশন—দুর্গানাম ;
সংসারের সকল ভুলিয়া—ক্ষণকাল।
কিন্তু হায় ! মায়াবশে তা'রা,
দুর্গা-নামও দেয় ভাসাইয়া,
দুর্গা সহ অতল সলিলে,
শূন্য করি হৃদয়-আসনে—একবারে।
হেরি' শূন্য স্থান, বসিল আবার হৃদে
'কুচিন্তা'-রাক্ষসী ; শ্মশান করিল বসুন্ধরা ;
হ'ল শবপ্রায় শিবানী-বিহনে—জীবগণ।

হাসিল বায়সী-'মায়া'; 'রিপু'-ফেরুদল
আরম্ভিল স্বকার্য্য সাধন হৃষ্টমনে।

(এস হে পাঠক, ভাই, যাই অন্য পথে,
এ সাধু-প্রসঙ্গ-সনে ভকত-সকাশে।)

এদিকে, ভকতে ভাসে আনন্দ-তুফানে,
নিরখিয়া বিজয়া-রূপিণী অম্বিকায়—
বিরাজিতা হৃদয়-আসনে।
লিখে তা'ই চারিদিকে তা'র,
ধীরে ধীরে সমুজ্জ্বল ভক্তি-মসী দিয়া,
অনুরাগ-লেখনী-সহায়ে,
অবিরাম বিপদ্-বারিণী-'ব্রহ্মময়ী'-দুর্গা-নাম।
প্রেমে গলি', অশ্রু-গঙ্গা-জলে,
সুখে তাহা করে বিসর্জ্জন,
করিবারে শোধন উহায় ;—
বিনাশিতে মায়ার কালিমা।
মনে হয় নিরখি ভক্তের খেলা,
চাহে বুঝি তা'রা জিনিতে শমনে,
অন্তিম সময়ে অনায়াসে।

(কে বুঝে ভক্তের লীলা, ভক্তি-বল বিনা !)

সিদ্ধিপান ও আনন্দলাভ।

সংগ্রামে জিনিলে সেনা,
উল্লাসে মাতিয়া, রাজ্য যথা করে অধিকার,
দিতে তাহা নিজ অধীশ্বরে ;—
তেমতি ভকতবৃন্দ রিপুর সংগ্রামে,
অসুর-নাশিনী-শক্তি বলে,—
উড়াইয়া দুর্গানাম-বিজয়পতাকা,
হৃদিরাজ্য করি' অধিকার,
বসাইলা 'প্রাণ'-অধীশ্বরে—নিরাপদে।
শান্তি-সতী কিঙ্করী এখন সে সবার।
অবশেষে নিত্যানন্দ-আশে,
সিদ্ধি-সুধা* করিতে সেবন,
আরম্ভিলা আয়োজন তা'রা† ।
(স্থূল)।—ক্ষণকালে পর্ণরূপা সিদ্ধি-স্বরূপিণী,
নানা উপচারে ধরি' অম্বুময় দেহ,
হাসিলেন সেবক-সম্মুখে ;
হাসি-ভরা সে হাসির ছটা।

---

* সিদ্ধিকে সিদ্ধিদায়িনী বা 'সিদ্ধিস্বরূপিণী' সুধা-রূপে প্রস্তুত করিতে হইলে, যে সকল উপচার-সংগ্রহের প্রয়োজন, তাহা এই আনন্দ-তুফানের ক্ষুদ্র দেহে প্রকাশ করিবার স্থান নাই।

† সিদ্ধিকে সেব্য-রূপে এবং সেবককে প্রকৃত সেবক বা দাস রূপে প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

(সুক্ষ্ম)।—হেরিয়া মোহিনী মূর্ত্তি সুন্দরী 'সিদ্ধির'—
('বিজয়া-রূপিণী অম্বিকার')
ভক্তদল কৃতাঞ্জলিপুটে—অবনতশিরে—
আরম্ভিলা সিদ্ধি-আরাধনা,
(লক্ষ্য কিন্তু এক সবাকার—
সারাৎসারা বিশ্বস্বরূপিণী।
তা'ই সবে তাঁ'রি নাম স্মরি') এইরূপে ;—
আহা, কে জানে কতই লীলা
বিশ্বপ্রসবিনি মা তোমার,—
দেখায়েছ এ বিশ্বমণ্ডলে !
যে দেখে তোমার খেলা, 'মনুষ্য'* সে জন ;—
ধন্য, ধন্য, ধন্য তাঁর জন্ম ভূমণ্ডলে।
সবি 'তুমি' হেরে সে সংসারে—মাতৃময়।
আহা ! এই যে সামান্য পর্ণ, ধরে 'সিদ্ধি' নাম,
পূর্ণ ইথে, তুমি নাকি তারা—ত্রিতাপ-হারিণি !
প্রাণ মোরে কহে অবিরত।
নতুবা কেন গো শিবে ! 'সিদ্ধি' নাম ধরে,
বিবর্ণ বিশুষ্ক কলেবর তুচ্ছ পর্ণমাত্র ইহা ?
আছে ত কতই নাম শুনি বিশ্বধামে,

* প্রকৃত 'মনুষ্য' কে ? তদ্বিবরণ জীবন-পরীক্ষার উপসংহারে লেখকের সামর্থ্যানুসারে বিবৃত হইয়াছে।

'পয়ঃ', 'মধু' বড়ই মধুর ;
'বিষ্ঠা', 'মূত্র' হেয় কত নাম ;
কেন না পাইল এই শুষ্কপর্ণ তাহা—স্বেচ্ছামতে ?
বল না মা, সিদ্ধি-স্বরূপিণি !—
'সিদ্ধি' নাম কে দিল ইহারে—কোথা হ'তে ?
বুঝেছি কৌশল তব, নিত্য-লীলাময়ি !
লীলা ইহা তোমারি নিশ্চয় বিশ্বধামে।
জানাইতে বিশ্ববাসী আত্মহারা জীবে,—
সর্ব্বভূতে তুমি বিরাজিতা
পূর্ণরূপে সিদ্ধি স্বরূপিণি !
তা'ই পর্ণরূপে হরিত বসনে *
'সিদ্ধি'-নামে হয়েছ প্রকাশ।"—
ভক্ত-দলে চিনে মা, তোমারে ;
ভুলে না সেবিতে তব অভয় চরণ,
ভব-ভয় ভুলিবে ভাবিয়া ;
তা'ই সদা উল্লাসে মাতাল সবে হেরি।"
(মন্ত্র)।—এস মা এস মা সিদ্ধি—সিদ্ধিস্বরূপিণি !
সেবিব † তোমারে আমি শিবে !

---

* হরিত-বসন—সিদ্ধিপত্রের পক্ষে সবুজ 'বর্ণই' উহার বসন-স্বরূপ।
† এক অর্থে সেবন করা, অর্থান্তরে পূজা করা বুঝাইতেছে।

'শিব' যাহা সেবিয়া সতত,
মৃত্যুঞ্জয়—মহেশ্বর শুনি।
বিতর আনন্দ দীনে সদানন্দময়ি !—
নিত্যানন্দ লভি মা সংসারে।
যে ক'দিন থাকি ভবে,
না চাহি ভাঙ্গিতে দেহ-বাস,
নাহি চাহি তুচ্ছ রাজ্য-সুখ,
প্রিয়জনে নাহি প্রয়োজন—মায়াময় ;
এক প্রিয় চাহে প্রিয় সদা,
বড় সাধ সন্তানের পূরাও শিবানি !
কিন্তু এই ভিক্ষা গো জননি !
প্রাণ মোর করে ও চরণে নিরন্তর,—
"নেশা যেন না ধরে আমায়" ;
মায়া-নেশা বিষম সঙ্কট ;
আত্মহারা হয় জীব তাহে ;
শঙ্কা তা'ই হয় গো শঙ্করি !—মাঝে মাঝে।

—

শান্তি।

কর ভাই, দুর্গানাম—দুর্গতি-নাশন ;
ভব-বন বড়ই দুর্গম ;
রিপুদল, সিংহ ব্যাঘ্র সব
ফিরে সদা সে ঘোর কাননে।
বড়ই কণ্টক 'মায়া,' না চলে চরণ,
অশান্তির লতিকা জড়ায়,
বাঁধে পায়, চাহিলে পশ্চাতে ফিরি'।
'পাপ'-দস্যু প্রহারে আবার ;
নাহি পায় শান্তি-নিকেতন ;
বুঝে না মোহান্ধ জীব তবু,
নাহি ত্রাণ দুর্গানাম বিনা,
ভীষণ সঙ্কট এই সংসার-মাঝারে।
যে করে দুর্গার নাম শয়নে স্বপনে,—
ভোজ্য পান নামামৃত যাঁ'র,—
গুরু লঘু জ্ঞানহীন দুর্গাময় সব,—
সুখ দুঃখ দুর্গাই যাঁহার ;
সর্ব্বেশ্বর **ঈশ্বর** সে জন—মূর্ত্তিমান্!
গুণ তাঁ'র কি পারি বর্ণিতে—জড় রসনায়,
মায়ামুগ্ধ, পাপাসক্ত, ক্ষুদ্র জীব আমি।

পেয়েছ দুর্লভ দেহ 'মনুষ্য'-আকার,
চাহ ভাই, 'আপনার' পানে ;
'তুমি' ভিন্ন নাহি বিশ্বে কিছু আর,
মনুষ্যত্ব কর উপার্জ্জন,—
'শেষ দিন সম্মুখে স্মরিয়া।

যথাশক্তি সমাপ্ত।

মহাত্মা প্রিয়নাথ-প্রণীত গ্রন্থসমূহ

জীবন-পরীক্ষা বা ভীষণ স্বপ্ন-চতুষ্টয়।

পঞ্চম প্রচার; মূল্য ২।॰ দুই টাকা চারি আনা।

এই গ্রন্থে নির্ব্বেদ, সংগ্রাম, প্রার্থনা ও শান্তি নামক চারিটি ভীষণ-স্বপ্ন অবলম্বনে—সংসার, জীবন, জীব, জীবের অবস্থা ও কর্ত্তব্য, হৃদয়, প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির বিকৃতি বা রিপু, জীবের প্রতি রিপুর আচরণ, পাপপুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম, মায়া, জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি বিশ্বাস, মৃত্যু, সূক্ষ্ম-শরীর, যমালয়, যমালয়স্থ জীবের অবস্থা, নরক, স্বর্গ, সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্ত্তা, অনন্তশক্তি, একশক্তি, শক্তিলয় বা শান্তি প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল "অভিনব রূপক-চ্ছলে" বিবৃত হইয়াছে। ভাবের উপযোগী ভাষাও আদর্শ-মধুর। পাঠে ত্রিতাপ শমিত এবং দিব্য-দৃষ্টি ও নিত্যানন্দ লাভ, সহজসাধ্য হয়।

আহ্নিক-ক্রিয়া

(সংসারবাসী আত্মবিস্মৃত জীবের দৈনিক ও সাময়িক কর্ত্তব্য)

তৃতীয় প্রচার; মূল্য ।॰ চারি আনা।

এই গ্রন্থে সংসার, বাসস্থান, আত্মা ও বিস্মৃতি তত্ত্ব; জীব ও জীবের আত্মবিস্মৃতি কালীন কর্ত্তব্য এবং প্রাতর্মধ্যাহ্নাদি দিবসের সন্ধিকালত্রয়ে ও বিপদ্, সম্পদ্, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি অবস্থায়, আত্মারাম ভগবানের পূজোপাসনার স্বাভাবিক বাঙ্গালা মন্ত্র অভিনব ও অসাম্প্রদায়িক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা অনায়াসবোধগম্য মাতৃভাষার মন্ত্র-যোগে প্রকৃত আহ্নিক-কার্য্য সাধন-পূর্ব্বক আত্মপ্রসাদ লাভে সিদ্ধমনোরথ হইতে চান, তাঁহারা সকলে যেন একবার এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া দেখেন।

জীবন-কুমার। মূল্য ১৲ টাকা।

এই গ্রন্থ একটী প্রাচীন আখ্যায়িকা অবলম্বনে লিখিত। ইহা করুণ-রসপ্রধান কিন্তু বীভৎস ব্যতীত, কাব্যশাস্ত্রের সারভূত বীর, হাস্য, অদ্ভুত, শান্ত প্রভৃতি অন্য সকল রস-সমন্বিত, বিশুদ্ধ সাহিত্য গ্রন্থ। গ্রন্থকর্ত্তা এইগ্রন্থে স্বীয় লিপি-নৈপুণ্য এমনই প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহা একাকীই কাব্য, নাটক, ইতিহাসাদি নানারূপে, বিশুদ্ধ-বিভিন্ন-রসপ্রার্থী ব্যক্তিবর্গকে অল্পকালমধ্যে তদ্গতচিত্ত করিতে সমর্থ।

মদ খাও—নেশা ছুটিবে না।

তৃতীয় প্রচার ; মূল্য ।৶৹ ছয় আনা মাত্র।

যে মদ পয়সা দিয়া কিনিতে হয় না, যে মদ মাতা পিতা, ভাই বন্ধু, পুত্র কলত্র "সকলে মিলিয়া সর্ব্ব সময়ে স্বচ্ছন্দে ও অসঙ্কুচিত-চিত্তে সেবন করা যায়", এবং একবার সেবন করিলে যাহার নেশা চিরকাল সমভাবেই থাকে ; এমন এক প্রকার অভিনব মদের সন্ধান ও সেবন-বিধি এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা ভবকারাগারের দুর্ব্বিসহ যাতনাসমূহ ভুলিয়া নিত্যানন্দ সম্ভোগ করিতে চান, তাঁহারা একবার ইহা সেবন করিয়া দেখিবেন কি ?

কুমার-রঞ্জন।

নব-সংস্করণ—যন্ত্রস্থ ; মূল্য ॥৹ আট আনা।

এই সৎকবিতামালা পূর্ব্বাপেক্ষা মনজ্ঞভাবে মুদ্রিত হইতেছে। ইহাতে সুকুমারমতী কিশোর কিশোরীগণের চিত্তোৎকর্ষ সাধনজন্য নিতী ও ভগবৎ-বিষয়ক জ্ঞান, সরল কবিতাকারে উপদিষ্ট হইয়াছে। উপহারস্বরূপ ছাত্র-ছাত্রী ও পুত্র-কন্যাগণের হস্তে অর্পণ করিবার উপযুক্ত এবং নিত্যপাঠ্য হইবার যোগ্য, এমন পুস্তক আর নাই।